কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 1 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১১৮ পদে তড়িঘড়ি নিয়োগ ব্যাপক বাণিজ্যের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর ▷

- সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, কেবল পছন্দের প্রার্থীদেরই ইন্টারভিউ কার্ড দেওয়া হয়েছে
- বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য দর উঠেছে ১০ থেকে ২৫ লাখ টাকা

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ১১৮ পদে তড়িঘড়ি করে নিয়োগ দেওয়ার নামে চাকরিপ্রত্যাশীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কেবল পছন্দের প্রার্থীদের নামে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেক চাকরিপ্রত্যাশী। তাঁরা বলছেন, অনেক প্রার্থীকে কেবল মোবাইল ফোনে এসএমএস দিয়েই সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হচ্ছে। তাঁদের ভাষ্য মতে, বিভিন্ন পদে চাকরির জন্য ১০ থেকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত দর উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নুর উন নবীর চাকরির মেয়াদ আছে আর মাত্র মাসখানেক। নতুন করে আবারও তাঁর চাকরির মেয়াদ না বাড়ার আশঙ্কায়ই তড়িঘড়ি করে নিয়োগ বাণিজ্য শুরু করেছেন তিনি।

এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ রংপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, নিয়োগ ঘিরে ইন্টারভিউ কার্ড তৈরিসহ মোবাইল ফোনে প্রার্থীদের এসএমএস দেওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দপ্তরে চলছে দারুণ ব্যস্ততা। গত ২৪ মার্চ স্থানীয় চাকরিপ্রত্যাশীদের চাপে অনিবার্যকারণ দেখিয়ে ২১টি এমএলএসএস পদের নিয়োগ বোর্ড স্থগিত করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। আগের দিন দুপুরে বিভিন্ন পদে দরখাস্ত করার পরও সাক্ষাৎকারের কার্ড না পাওয়ায় স্থানীয় চাকরিপ্রত্যাশীদের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখায় গিয়ে ওই নিয়োগ বোর্ড বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিল।

তবে উপাচার্য জানিয়েছেন, অনিবার্যকারণবশত বোর্ডটি স্থগিত করা হয়, চাকরিপ্রত্যাশীদের চাপে নয়। কয়েকজন কার্ড না পাওয়ায় সংস্থাপন শাখায় এসেছিল মাত্র।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান উপাচার্য যোগ দেওয়ার পর কখনোই কোনো নিয়োগ এক বছর কিংবা দেড় বছরের আগে হয়নি। ইউজিসি ও মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশনা এলেও এভাবে বছর পার করা হতো। এবারও শিক্ষকসহ ১১৮টি পদে নিয়োগ দিতে প্রায় এক বছর আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার পরও এত দিন দরখাস্ত আহ্বান করা হয়নি।

১১৮টি পদের মধ্যে শিক্ষক পদে ২৫ জন, কর্মকর্তা পদে ১৭ জন এবং কর্মচারী পদে ৭৬ জনকে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলে জানা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে। এসব পদে আবেদনকারীর সংখ্যা ১০ হাজার।

সূত্র জানায়, বর্তমান উপাচার্যের মেয়াদ আগামী ৫ মে শেষ হচ্ছে। এ অবস্থায় তড়িঘড়ি করে রেজিস্ট্রার ইব্রাহিম কবীর গত ৯ ফেব্রুয়ারি একই দিন তিনটি স্মারকে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ১১৮ পদে নিয়োগ দিতে দরখাস্ত আহ্বান করেন। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের আবেদন করারও পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি। কর্মকর্তা পদে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ সময় ছিল মাত্র ১৪ দিন। কর্মচারী পদে আবেদন করার শেষ সময় দেওয়া হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি, এ ক্ষেত্রে সময় ছিল মাত্র ১৬ দিন।

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, আবেদনপত্রগুলো যাচাই-বাছাই ছাড়াই তড়িঘড়ি করে পছন্দের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য কার্ড দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে যাঁদের চাকরি দেওয়া হবে তাঁরা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছেন। সাক্ষাৎকারের তারিখ ঘোষণা করা আর সাক্ষাৎকার নেওয়া শুধুই লোক দেখানো। কারণ বিভিন্ন পদের বিপরীতে নিয়োগ দিতে ১০ থেকে ২৫ লাখ টাকা করে দর নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্যে এর আগের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ মঞ্চের নেতারা এবার নিজেরাই নিয়োগ বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। বর্তমান উপাচার্যের আহ্বায়ক হওয়ায় প্রতিটি নিয়োগের সময় তাঁদের কোটা থাকে। এ রকম বেশ কয়েকজন শিক্ষক নেতা এবার নিয়োগ বাণিজ্য শুরু করেছেন। এ ছাড়া একটি চক্র নিয়োগ বাণিজ্যে জড়িত। কয়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, নিয়োগ বোর্ডে উপাচার্য এমন ব্যক্তিদের বাছাই করেছেন, যাঁরা তাঁর কথামতো প্রার্থীদের পক্ষেই কথা বলবেন। যেমন বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষকে কমিটিতে রাখা হয়েছে, যিনি উপাচার্যের দীর্ঘদিনের বন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীসহ পছন্দের শিক্ষককে নিয়োগ কমিটিতে রাখা হয়েছে।

ঢাকায় পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে উপাচার্য বলেন, 'এক্সপার্টরা সময় দিতে না পারার কারণেই ঢাকায় পরীক্ষা হচ্ছে কিছু কিছু বিষয়ে। এ ক্ষেত্রে এক্সপার্টরা সময় দিতে না পারলে কী করব?' উপাচার্য আরো বলেন, 'সাবেক ভিসি পদ সৃষ্টি না করেই ৪৭৯ পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে গেছেন। এ নিয়ে পরে অনেক ঝামেলা হয়েছে।'